

ষষ্ঠ অধ্যায়

শিল্প



পরীক্ষায় কমন পেতে অনন্য প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ▶ ১ মি. এ্যালেক্স যুক্তরাষ্ট্রের হ্রদ অঞ্চলে অবস্থিত একটি ভারী শিল্পের মালিক। সম্প্রতি তিনি বাংলাদেশে ভ্রমণে এসে এদেশের সর্বোচ্চ রপ্তানি আয় অর্জনকারী একটি কারখানা পরিদর্শন শেষে উক্ত শিল্পে বিনিয়োগের আগ্রহ প্রকাশ করেন।

◀ **শিখনফল:** ২ ও ৩/দি. বো. ২০১৭/

- | | |
|---|---|
| ক. শিল্পের সংজ্ঞা দাও। | ১ |
| খ. বাংলাদেশ বর্তমানে ওষুধ আমদানির পরিবর্তে রপ্তানি করে— ব্যাখ্যা করো। | ২ |
| গ. এ্যালেক্সের মালিকানাধীন শিল্পের গঠনের নিয়ামক ব্যাখ্যা করো। | ৩ |
| ঘ. এ্যালেক্সের বাংলাদেশে বিনিয়োগের কারণ বিশ্লেষণ করো। | ৪ |

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে কর্মপ্রচেষ্টা দ্বারা মানুষ বিভিন্ন দ্রব্যের উপযোগ (Utility) বৃদ্ধি করে ব্যবহার উপযোগী করে তোলে তাকে শিল্প বলে। যেমন— তাঁত শিল্পে সূতা থেকে বস্ত্র তৈরি হয়।

খ বাংলাদেশ বর্তমানে ওষুধ রপ্তানি করে। দেশটি ২০১৬ সালে ১২৭টি দেশে প্রায় ২২৪৭.০৫ কোটি টাকার ওষুধ রপ্তানি করে (সূত্র: ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তর-২০১৭)।

ওষুধ শিল্পের এই অগ্রগতির মূলে রয়েছে ১৯৮২ সালে কার্যকর হওয়া জাতীয় ওষুধ নীতি। FDA (US Food and Drugs Administration) কর্তৃক বাংলাদেশের ওষুধের অনুমোদন এ শিল্পের রপ্তানির ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। এছাড়া উন্নত কাঁচামাল, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, আন্তর্জাতিক মান রক্ষা করে উৎপাদন হওয়ায় এদেশের ওষুধ আজ বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে।

গ উদ্দীপকে মি. এ্যালেক্সের মালিকানাধীন শিল্পটি হলো লৌহ ও ইস্পাত।

যুক্তরাষ্ট্রের ইরি হ্রদ অঞ্চলে এ শিল্পের প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। এ ধরনের শিল্পকারখানা গড়ে ওঠার জন্য প্রাকৃতিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি নিয়ামকের প্রভাব রয়েছে। নিচে এসব নিয়ামকগুলো ব্যাখ্যা করা হলো—

কাঁচামালের সান্নিধ্য: লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের প্রধান কাঁচামাল আকরিক লৌহ। কিন্তু তা খুব ভারী বলে বহন করা কষ্টসাধ্য ও ব্যয়বহুল। এ কারণে যুক্তরাষ্ট্রে এ শিল্পগুলো লৌহ খনির নিকটে গড়ে ওঠেছে। যেমন— বার্মিংহাম অঞ্চল।

কয়লার সান্নিধ্য: লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের জন্য কয়লা অপরিহার্য। এটি শক্তির অন্যতম উৎস। এ কারণে যুক্তরাষ্ট্রের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো প্রধানত কয়লা খনিগুলোকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। যেমন— পেনসিলভানিয়ার লৌহ ও ইস্পাত শিল্প।

পানির সরবরাহ: আকরিক লৌহ ধৌত ও পরিশোধন এবং কাঁচা লৌহকে ঠান্ডা করার জন্য প্রচুর পানির প্রয়োজন হয়। তাই যুক্তরাষ্ট্রের লৌহ ও ইস্পাত কেন্দ্রগুলো হ্রদ, নদী ও সমুদ্রের তীরে গড়ে উঠেছে।

মূলধন: লৌহ ও ইস্পাত শিল্প একটি বৃহদাকার শিল্প বলে এতে প্রচুর পুঁজি বিনিয়োগ করতে হয়। ভূমি ক্রয়, অট্টালিকা নির্মাণ, যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল ক্রয়, শ্রমিকের বাসস্থান, বেতন ইত্যাদি বাবদ প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন হয়।

প্রযুক্তি : এটি লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের অবস্থানকে প্রভাবিত করে। এতে সময়, শ্রম ও অর্থের সাশ্রয় হয়ে থাকে। উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগের মাধ্যমে দেশটি এ শিল্পে উন্নতি লাভ করেছে।

উপরিউক্ত নিয়ামকসমূহের কারণে যুক্তরাষ্ট্রে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প গড়ে ওঠেছে।

ঘ মি. এ্যালেক্স বাংলাদেশের পোশাক শিল্পে বিনিয়োগের আগ্রহ প্রকাশ করেন।

বর্তমানে বাংলাদেশ সরকার শিল্প প্রসারে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করায় দেশে শিল্পের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। ফলে এখানে বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট হচ্ছে। যেমন— এ দেশের পোশাক শিল্পের অনুকূল জলবায়ু, সস্তা ও প্রচুর শ্রমিক, উন্নত কাঁচামাল ও শক্তি সম্পদের প্রাচুর্য প্রভৃতি কারণ মি. এ্যালেক্সকে বাংলাদেশে বিনিয়োগে আকৃষ্ট করেছে।

i. **জলবায়ু:** বাংলাদেশের নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু শিল্প কারখানায় শ্রমিকদের অধিক সময় কাজ করার জন্য বিশেষ উপযোগী। এজন্য এদেশে তৈরি পোশাক শিল্পের বিকাশ ঘটেছে।

ii. **কাঁচামাল:** পোশাক শিল্পের প্রধান কাঁচামাল বস্ত্র। আমদানিকৃত ও দেশীয় উন্নতমানের বস্ত্র ব্যবহার করে এদেশে প্রচুর শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে।

iii. **শক্তি সম্পদ:** বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো শহর কেন্দ্রিক গড়ে ওঠায় বিদ্যুৎ সরবরাহ পেতে অসুবিধা হয় না। তাই ঢাকা শহরের আশেপাশে (নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর) এ শিল্প গড়ে ওঠেছে।

- iv. **মূলধন:** শিল্প স্থাপনের জন্য মূলধন অন্যতম পূর্বশর্ত। বাংলাদেশের সরকারি ও বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো তৈরি পোশাক শিল্পে অর্থ যোগান দেয়। এ কারণে নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুরে এ শিল্পের ব্যাপক বিস্তার হয়েছে।
- v. **শ্রমিক:** বাংলাদেশ জনবহুল দেশ হওয়ায় এখানে সুলভে শ্রমিক পাওয়া যায় এবং স্বল্প মজুরিতে কাজ করানো যায়। ফলে এ শিল্পটি দ্রুত প্রসার লাভ করছে।

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, উল্লিখিত নিয়ামকগুলোর কারণেই মি. এ্যাংলেক্স এদেশে পোশাক শিল্পে বিনিয়োগের আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

প্রশ্ন ▶ ২ জামিল সাহেব বাংলাদেশের একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়ী। তিনি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তৈরি পোশাক রপ্তানি করে থাকেন। তার রপ্তানিকৃত পণ্যের শিল্পটি বাংলাদেশে বেকারদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি রপ্তানি আয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

◀ ১ ও ৬ অধ্যায়ের সমন্বয়ে

- ক. পৃথিবীর বৃহত্তম মহাদেশ কোনটি? ১
- খ. রাজনৈতিক ভূগোলের বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. জামিল সাহেবের কর্মকাণ্ডটি ভূগোলের কোন ক্ষেত্রে আলোচনা করা হয়? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত শিল্পের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পৃথিবীর বৃহত্তম মহাদেশ এশিয়া।

খ রাজনৈতিক ভূগোলে বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ও মানবিক পরিবেশের উপর এর প্রভাব নিয়ে আলোচনা করা হয়।

রাজনৈতিক ভূগোল মূলত মানুষ, রাষ্ট্র ও ভূখণ্ডের মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে থাকে। ভূগোলের এ শাখায় সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস ও বিভিন্ন পদ্ধতিগত ও প্রযুক্তিগত বিদ্যার প্রয়োগ ঘটানো হয়। যেমন: অবরোহী পদ্ধতির গবেষণা কিংবা প্রযুক্তিনির্ভর SPSS পদ্ধতির প্রয়োগ। এসব পদ্ধতির মাধ্যমে সামাজিক উপাত্তসমূহের বিশ্লেষণ করা হয়। পরবর্তীতে রাজনৈতিক ভূগোলের আওতায় বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণে তা ব্যবহৃত হয়।

গ জামিল সাহেবের কর্মকাণ্ডটি অর্থনৈতিক ভূগোলে আলোচিত হয়ে থাকে।

অর্থনৈতিক ভূগোল হচ্ছে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের অবস্থান, বণ্টন ও স্থানিক সংগঠন সম্পর্কিত অধ্যয়ন। অর্থনৈতিক ভূগোলের আলোচিত বিষয়সমূহ হচ্ছে: অর্থনীতি, পরিবেশ ও অর্থনীতির সম্পর্ক এবং বিশ্বায়ন। অর্থনৈতিক ভূগোলের উপবিভাগসমূহ হলো— কৃষি ভূগোল, সম্পদ ভূগোল, শিল্প ভূগোল, বাণিজ্যিক ভূগোল, যাতায়াত ভূগোল ইত্যাদি।

জামিল সাহেব একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়ী এবং তিনি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তৈরি পোশাক রপ্তানি করেন। এ শিল্পে বিপুল সংখ্যক বেকারের কর্মসংস্থান হচ্ছে। সুতরাং বলা যায়, জামিল সাহেবের কর্মকাণ্ডটি অর্থনৈতিক ভূগোলের আওতাভুক্ত।

ঘ উদ্দীপকে তৈরি পোশাক শিল্পের কথা বলা হয়েছে।

সত্তরের দশকের শেষ ভাগে গুটিকয়েক কারখানা নিয়ে যাত্রা শুরু হলেও বর্তমানে দেশে চার হাজারের অধিক পোশাক শিল্প কারখানা রয়েছে। এটি বাংলাদেশে বিলিয়ন ডলার শিল্পরূপে পরিচিত।

নিচে তৈরি পোশাক শিল্পের গুরুত্ব আলোচনা করা হলো—

রপ্তানি বাণিজ্য: রপ্তানি বাণিজ্যে তৈরি পোশাক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বর্তমানে মোট রপ্তানি আয়ের ৮১.২৩ শতাংশ এ শিল্পের অবদান (অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৭)।

উদ্যোক্তা সৃষ্টি: কৃষিভিত্তিক বাংলাদেশে তৈরি পোশাক শিল্পের মাধ্যমে হাজার হাজার শিল্প উদ্যোক্তার সৃষ্টি হয়েছে। এসব উদ্যোক্তা যেমন ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে দক্ষ, তেমনি তাদের রয়েছে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি।

কর্মসংস্থান: এদেশের নিবেদিত প্রাণ নারী কর্মীদের সুনিপুণ হাতের ছোঁয়া লেগেছে বিশ্ববাজারের জন্য তৈরি পোশাকে। প্রায় ৪০ লক্ষ শ্রমিকের কর্মসংস্থান হয়েছে এ শিল্পে, যাদের অধিকাংশই নারী (প্রায় ৮০%; সূত্র : BGMEA-2017)।

বস্ত্র শিল্প: তৈরি পোশাক বাংলাদেশের বস্ত্র শিল্পে (স্পিনিং, উইভিং, নিটিং, ডাইং, ফিনিশিং এবং প্রিন্টিং) বিনিয়োগের সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত রচনা করেছে।

প্যাকেজিং শিল্পের প্রসার: তৈরি পোশাক সামগ্রী রপ্তানির জন্য প্রয়োজনীয় প্যাকেজিং, গামটেপ, জিপার, বোতাম প্রভৃতি শিল্পের প্রসার ঘটেছে।

পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি: এই শিল্পের বিভিন্ন কাঁচামাল ও পণ্য আমদানি-রপ্তানির প্রয়োজনে সমুদ্র বন্দর ও অন্যান্য পরিবহন ব্যবস্থার (সড়ক, বিমান, রেল) উন্নতি সাধিত হয়েছে।

উল্লিখিত আলোচনায় এটাই প্রতীয়মান হয় যে, তৈরি পোশাক শিল্প প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আমাদের অর্থনীতির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

প্রশ্ন ▶ ৩ ডিগ্রি পাস করে চাকরির পিছনে না ঘুরে রতন আত্মকর্মসংস্থানের চেষ্টা করে। সে স্থানীয় একটি ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে খাদ্যদ্রব্য তৈরির কারখানা স্থাপন করে। খাদ্যদ্রব্য প্রক্রিয়াজাত করে বাজারে বিক্রির মাধ্যমে সে প্রচুর লাভবান হয়।

◀ ১ ও ৬ অধ্যায়ের সমন্বয়ে

- ক. বাংলাদেশে চিনিকলের সংখ্যা কতটি? ১
- খ. জমির মূল্য কীভাবে শিল্প স্থাপনে ভূমিকা রাখে? ২
- গ. রতনের কর্মকাণ্ডটি মানব ভূগোলের কোন শাখায় আলোচিত হয়? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. রতনের কর্মকাণ্ডটি কীভাবে জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখছে? বিশ্লেষণ করো। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে চিনিকলের সংখ্যা ১৫টি।

খ জমির মূল্য শিল্প কারখানা স্থাপনের উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। শহরের কেন্দ্রস্থল অপেক্ষা আশেপাশের জমির মূল্য তুলনামূলকভাবে অনেক কম থাকে। ফলে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে অধিকাংশ শিল্প কারখানা গড়ে ওঠে। যেমন— ঢাকায় জমির মূল্য অধিক হওয়ায় নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুরে অধিকহারে শিল্প গড়ে উঠেছে।

গ রতনের কর্মকাণ্ড মানব ভূগোলের অর্থনৈতিক শাখার বিষয়বস্তু।

প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের সাথে মানিয়ে নিয়ে পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য মানুষ যেসব অর্থনৈতিক কাজ করে তা অর্থনৈতিক ভূগোলের আলোচ্য বিষয়। এ ভূগোলের বিষয়বস্তু হলো কৃষিকাজ, পশুপালন, বনজ সম্পদ সংগ্রহ, ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করা ইত্যাদি।

রতন স্থানীয় একটি ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে এর সাহায্যে খাদ্যদ্রব্য তৈরির কারখানা স্থাপন করে। কারখানা থেকে উৎপন্ন খাদ্যদ্রব্য প্রক্রিয়াজাত করে বাজারে বিক্রির মাধ্যমে সে লাভবান হয়। এই উপার্জিত অর্থ দ্বারা সে তার ব্যয় নিবারণ করে। তাই বলা যায়, রতনের কর্মকাণ্ড মানব ভূগোলের অর্থনৈতিক শাখার বিষয়বস্তু।

ঘ রতনের কর্মকাণ্ড ক্ষুদ্র শিল্পের অন্তর্গত।

ক্ষুদ্র শিল্পে কম শ্রমিক ও স্বল্প মূলধন প্রয়োজন হয়। তাঁত শিল্প, বেকারি কারখানা, ডেইরি ফার্ম ইত্যাদি এ শিল্পের অন্তর্গত।

বাংলাদেশের মতো বৃহৎ জনসংখ্যার ও শিল্পে অনগ্রসর একটি দেশে অসংখ্য মানুষের কর্মসংস্থান ও স্বনির্ভরতা অর্জনে ক্ষুদ্র শিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

গ্রামের দরিদ্র শ্রেণির লোকেরা স্থানীয় এনজিও ও ব্যাংক থেকে সহজ শর্তে ঋণ নিয়ে উৎপাদন কাজে নিজেদের নিয়োজিত করেছে। এর ফলে ধীরে ধীরে গ্রামীণ জনগণের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে। এসব ক্ষুদ্র শিল্পের উৎপাদিত পণ্য স্থানীয় চাহিদা পূরণ করে বাইরের বাজারেও বিক্রি করা হচ্ছে। এভাবে ক্ষুদ্র শিল্পের অবদান অসহায় দরিদ্র মানুষের স্বনির্ভরতা অর্জনে সহায়তা করে জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখছে।

প্রশ্ন ▶ ৪ প্রেমার বাড়ি দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে। সেখানে এমন একটি শিল্প গড়ে উঠেছে যার কাঁচামাল বাইরের দেশ থেকে আমদানি করা হয়। অপরদিকে ডলির বাড়ি দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সেখানে একটি শিল্প গড়ে উঠেছে যা দেশের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

◀ **শিখনফল:** ১

- | | |
|---|---|
| ক. শিল্প কী? | ১ |
| খ. পাট শিল্প গড়ে ওঠার একটি কারণ ব্যাখ্যা করো। | ২ |
| গ. প্রেমার অঞ্চলে গড়ে ওঠা শিল্পটির ব্যাখ্যা করো। | ৩ |
| ঘ. ডলির অঞ্চলের শিল্পটির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা কতটুকু সে সম্পর্কে মতামত দাও। | ৪ |

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে কর্ম প্রচেষ্টা ও প্রক্রিয়ার দ্বারা মানুষ প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত দ্রব্যগুলোর পরিবর্তন ঘটিয়ে মানুষের ব্যবহার উপযোগী করে তোলে তাকেই শিল্প বলা হয়।

খ পাট শিল্প গড়ে ওঠার একটি কারণ হলো জলবায়ুগত কারণ। পাট শিল্প গড়ে ওঠার জলবায়ুগত কারণ নিম্নে ব্যাখ্যা করা হলো—
পাট উষ্ণ অঞ্চলের ফসল, পাট চাষের প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা ২০° থেকে ৩৫° সেলসিয়াস এবং ১৫০ থেকে ২৫০ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত। জলবায়ুগত কারণে বাংলাদেশে পাট শিল্প গড়ে উঠেছে।

গ প্রেমার অঞ্চল হলো দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চল।

বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বস্ত্র শিল্প প্রসার লাভ করেছে। বস্ত্র শিল্প বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রধান শিল্প। বাংলাদেশের আবহাওয়া বস্ত্র শিল্পের অনুকূল, তারপরও বাংলাদেশ বস্ত্রশিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়।

বাংলাদেশের বস্ত্রকলগুলো বিদেশ থেকে আমদানিকৃত তুলা ও সুতা দিয়ে পরিচালিত হয়। বাংলাদেশ প্রতিবছর জাপান, সিজাপুর, হংকং, কোরিয়া, ভারত পাকিস্তান প্রভৃতি দেশ থেকে বিপুল পরিমাণ তুলা, সুতিবস্ত্র ও সুতা আমদানি করে থাকে।

ঘ ডলির বসবাসকৃত অঞ্চল দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চল। দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলে সার শিল্প প্রসার লাভ করেছে।

সার দেশের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রতি বছর ২১ লক্ষ টন সারের প্রয়োজন। বাংলাদেশের বৃহৎ শিল্পের মধ্যে সার অন্যতম।

প্রাকৃতিক শিল্পের সহজলভ্যতার জন্য সার শিল্পের উন্নয়নের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। হরিপুরের প্রাকৃতিক গ্যাস ফেঞ্জুগঞ্জ সার কারখানায় ব্যবহৃত হয়। ঘোড়াশাল সার কারখানায় তিতাস গ্যাস কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশে আবিষ্কৃত গ্যাসক্ষেত্র ২৭টি (২০১৭ পর্যন্ত)। এবং বর্তমানে দেশে ১৪৩৮১.০৭ বিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস মজুদ আছে। বর্তমানে দেশের ২০টি গ্যাসক্ষেত্রে ১০৯টি কূপ থেকে গ্যাস উৎপাদিত হচ্ছে। তাই প্রাকৃতিক গ্যাস নির্ভর সার শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাময়।

সুতরাং বলা যায়, উপরিউক্ত প্রাকৃতিক কারণগুলোর কারণে ডেমরা থেকে নারায়ণগঞ্জ পর্যন্ত প্রচুর পরিমাণ শিল্প গড়ে উঠেছে।

প্রশ্ন ▶ ৫ ‘বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পারিবারিক সদস্য দ্বারা স্বল্প মূলধন, ছোট ছোট যন্ত্রপাতি ও কাঠামোতে কিছু শিল্প গড়ে উঠেছে’— টিভিতে এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন দেখে বেকার যুবক সুমন ঢালী সিদ্ধান্ত নিল সেও এ ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠা করবে।

◀ **শিখনফল:** ১

- | | |
|---|---|
| ক. ASEAN এর পূর্ণ রূপ কী? | ১ |
| খ. মুক্তবাজার অর্থনীতির কুফল ব্যাখ্যা করো। | ২ |
| গ. সুমন যে শিল্পগুলো দেখতে পেল তা গড়ে ওঠার কারণ ব্যাখ্যা করো? | ৩ |
| ঘ. বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে উক্ত শিল্পটির অর্থনৈতিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। | ৪ |

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ASEAN এর পূর্ণরূপ হলো Association of south East Asian countries.

খ বর্তমান বিশ্বে প্রায় সবগুলো দেশই মুক্তবাজার অর্থনীতিকে গ্রহণ করে নিয়েছে। তবে এর কুফলও রয়েছে।

মুক্তবাজার অর্থনীতির ফলে অনেক সময় বিভিন্ন প্রকার বিলাসদ্রব্য যেমন-কসমেটিকস সামগ্রী যা একেবারেই প্রয়োজন নয় তা দেশে আমদানি করা হয়ে থাকে। ফলে বৈদেশিক মুদ্রার অপব্যবহার করা হয়। আবার মুক্তবাজার অর্থনীতির আওতায় দেশের ব্যবসায়ীগণ লাভের আশায় দেশের মূল্যবান কাঁচামাল, খনিজ সম্পদ, শক্তি সম্পদ ইত্যাদি অন্য দেশে রপ্তানি করে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো দুর্বল করে ফেলে। (যেমন-কাঁচা পাট।)

গ সুমন যে শিল্পগুলো দেখতে পেল তা ক্ষুদ্র শিল্পের অন্তর্গত। ক্ষুদ্র শিল্প গড়ে ওঠার প্রধান কারণ হচ্ছে শ্রমিক সহজলভ্যতা।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা অত্যধিক। এ অধিক জনসংখ্যা অনুপাতে কর্মসংস্থানের স্বল্পতা রয়েছে। এ অধিক জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। যার কারণে এরা কম মজুরিতে কাজ করে। আর ক্ষুদ্র শিল্প কম শ্রমিক ও স্বল্প মূলধনে গড়ে ওঠে। এতে কম কাঁচামালে স্বল্প উৎপাদন করা হয়।

ক্ষুদ্র শিল্পগুলো গ্রাম ও শহর এলাকায় ব্যক্তি মালিকানায় গড়ে ওঠে। এছাড়া বেসরকারি উদ্যোক্তাদের উৎসাহ, পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং সহজস্বর্তে ঋণ প্রদান ক্ষুদ্রশিল্প গড়ে উঠতে প্রধান ভূমিকা পালন করে।

ঘ উদ্দীপকের আলোচ্য বিষয়টি হলো ক্ষুদ্র শিল্প।

বাংলাদেশের মতো বৃহৎ জনসংখ্যার ও শিল্পে অনগ্রসর একটি দেশে অসংখ্য মানুষের কর্মসংস্থান ও স্বনির্ভরতা অর্জনে ক্ষুদ্র শিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

গ্রামের দরিদ্র শ্রেণির লোকেরা স্থানীয় এনজিও, ব্যাংক থেকে সহজ শর্তে ঋণ নিয়ে নানামুখী উৎপাদন কাজে নিজেদের নিয়োজিত করছে এবং ধীরে ধীরে গ্রামীণ অসহায় শ্রেণির কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে তৈরি করছে।

এসব ক্ষুদ্র শিল্পের উৎপাদিত পণ্য স্থানীয় চাহিদা পূরণ করে বাইরের বাজারেও বিক্রি করা হচ্ছে। এভাবে ক্ষুদ্র শিল্পের অবদান অসহায় দরিদ্র মানুষের স্বনির্ভরতা অর্জনে সহায়তা করে জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখছে।

প্রশ্ন ▶ ৬ দৃশ্য-১: উত্তরাঞ্চলে প্রচুর ধান উৎপাদন হওয়ায় এ এলাকায় দেশের অধিকাংশ রাইসমিল গড়ে উঠেছে।

দৃশ্য-২: নারায়ণগঞ্জের শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে অনেক শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

◀ *শিখনফল: ১*

- ক. শিল্পায়ন কী? ১
- খ. শিল্পায়নের জন্য রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা দরকার কেন? ২
- গ. উদ্দীপকের দৃশ্য দুটিতে শিল্প গড়ে ওঠার কোন ধরনের কারণ প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. তুমি কি মনে কর যে, শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার এ ধরনের আরও অনেক কারণ রয়েছে? তোমার উত্তরের পক্ষে লেখো। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কৃষি থেকে শিল্পের দিকে ধাবিত হওয়ার প্রক্রিয়াই শিল্পায়ন। যেমন—নব্বইয়ের দশকে নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে ব্যাপকভাবে সুতা ও বস্ত্রকল স্থাপিত হওয়ায় সেখানে কৃষিকাজ যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছে তথা শিল্পায়ন ঘটেছে।

খ যেকোনো দেশের শিল্পায়নের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার প্রয়োজন।

শিল্প কারখানাগুলোর উৎপাদন অব্যাহত রাখা, প্রস্তুতকৃত মালামাল যথাসময়ে ভোক্তার নিকট পৌঁছানো, বিদেশী বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি, দেশীয় উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগ উৎসাহিত করার জন্য রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা একান্ত প্রয়োজন।

গ উদ্দীপকে দৃশ্য দুটিতে শিল্প গড়ে ওঠার প্রাকৃতিক বা পরিবেশগত কারণগুলো প্রতিফলিত হয়েছে। কারণ যেকোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার জন্য কাঁচামাল, জলবায়ু, শক্তি ও জলসম্পদ প্রভৃতি প্রাকৃতিক নিয়ামকগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

উদ্দীপকের প্রথম দৃশ্যে কুষ্টিয়া জেলায় প্রচুর রাইসমিল গড়ে উঠেছে। এর প্রধান কারণ হলো কুষ্টিয়াতে প্রচুর ধান উৎপাদন হয়। অর্থাৎ কুষ্টিয়ায় কাঁচামালই (ধান) হচ্ছে শিল্প গড়ে ওঠার প্রধান নিয়ামক। এছাড়াও কুষ্টিয়াতে জলবায়ুগত নিয়ামক (তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত) ধান উৎপাদনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আবার উদ্দীপকের দ্বিতীয় দৃশ্য অনুযায়ী নারায়ণগঞ্জের শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে অধিকাংশ শিল্পকারখানা গড়ে উঠেছে। এ ক্ষেত্রে পানি সম্পদের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

সুতরাং বলা যায় যে, প্রাকৃতিক নিয়ামক তথা কাঁচামালের প্রাপ্তি, জলবায়ু ও পানিসম্পদের পর্যাপ্ততার উপর ভিত্তি করে স্থান দুটিতে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেছে।

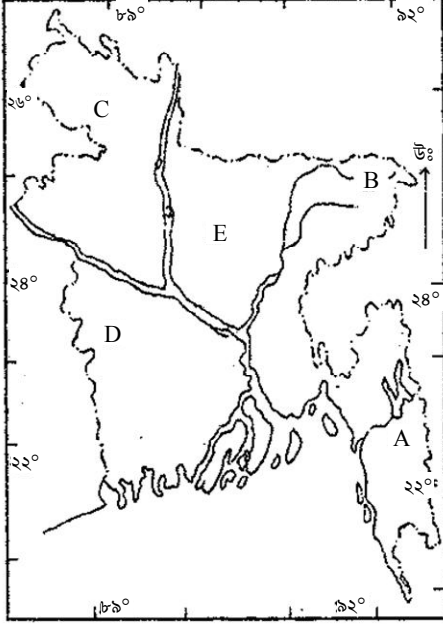
ঘ শুধু প্রাকৃতিক উপাদানের উপর ভিত্তি করে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে না। এগুলোর গড়ে ওঠার পেছনে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উপাদানগুলোও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে মূলধন, শ্রমিক, বাজার, পরিবহন, জমির মূল্য প্রভৃতি অর্থনৈতিক নিয়ামকের প্রতি লক্ষ রাখতে হয়। কারণ, যেকোনো শিল্প স্থাপনের জন্য প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন হয়। জমি ও যন্ত্রপাতি ক্রয়, কারখানা নির্মাণ, কাঁচামাল ও শক্তিসম্পদ সরবরাহ প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন হয়। আবার শিল্পের উন্নয়নের জন্য পর্যাপ্ত শ্রমিক আবশ্যিক। কেননা শ্রমিকের নিপুণতা ও কর্মদক্ষতার উপর শিল্পের উন্নতি অনেকাংশে নির্ভর করে। শিল্প স্থাপনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হলো বাজার। কারণ, শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদার ওপর শিল্পের বিকাশ নির্ভর করে। ফলে অধিকাংশ শিল্প বাজারের কাছে গড়ে ওঠে। এ ছাড়া পরিবহন ব্যবস্থা ও জমির মূল্যের কারণেও শিল্পের কেন্দ্রীকরণ (Centralization) হয়ে থাকে।

অপরদিকে, যেকোনো শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে সরকারি নীতি, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, ব্যবসায়িক সুনাম প্রভৃতি রাজনৈতিক কারণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কারণ সরকারি নীতির ফলে শিল্পের স্থানীয়করণ হয়ে থাকে। আবার সামরিক ও রাজনৈতিক কারণে শিল্পকে দেশের বিভিন্ন স্থানে স্থাপন করা হয়। অন্যদিকে, কোনো পূর্ববর্তী ব্যবসায়িক সুনামকে কেন্দ্র করে শিল্প স্থাপিত হলে তা অল্প সময়ের মধ্যেই বিকশিত হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার পেছনে প্রাকৃতিক কারণের পাশাপাশি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণগুলোও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

প্রশ্ন ৭



শিখনফল: ৩

- ক. উল্লিখিত চিত্রে A, B, C, D, E দ্বারা কোন অঞ্চলকে বোঝায়? ১
- খ. শিল্পায়নে কেন যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন করতে হয়? ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. B, C ও D স্থানে কী কারণে শিল্প গড়ে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. A ও E স্থানে কোন ধরনের শিল্পের সাদৃশ্যতা রয়েছে? স্থান দুটিতে উক্ত শিল্প গড়ে ওঠার কারণ বিশ্লেষণ করো। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উল্লিখিত চিত্রে A, B, C, D, E দ্বারা যথাক্রমে চট্টগ্রাম, সিলেট, রংপুর, খুলনা এবং ঢাকা অঞ্চলকে বোঝানো হয়েছে।

খ শিল্প স্থাপনের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থার নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান।

যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন না হলে কোনো স্থানে শিল্প গড়ে তোলা সম্ভব নয়। কেননা শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সরবরাহ এবং শিল্প থেকে উৎপাদিত পণ্য দেশ-বিদেশের বিভিন্ন স্থানে নিয়ে যাওয়ার জন্য উন্নতমানের যোগাযোগ ব্যবস্থার (বিমান, রেল, সড়ক) প্রয়োজন রয়েছে। তাই শিল্পের অগ্রগতির জন্য আগে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি করতে হবে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত B, C ও D দ্বারা যথাক্রমে সিলেট, রংপুর ও খুলনা অঞ্চলকে বোঝানো হয়েছে।

বিভিন্ন প্রাকৃতিক (জলবায়ু, ভূপ্রভৃতি) ও অর্থনৈতিক (কাঁচামাল, মূলধন) নিয়ামকের কারণে সিলেটে চা, রংপুরে চিনি এবং খুলনায় কাগজ শিল্প গড়ে উঠেছে।

চা চাষের জন্য ঢালযুক্ত উঁচু ভূমি, আর্দ্র জলবায়ু, ২৩° - ২৮° সেলসিয়াস তাপমাত্রা, ১৫২ সেমি বৃষ্টিপাত এবং কিছুটা

নাইট্রোজেনযুক্ত অম্লধর্মী মৃত্তিকা প্রয়োজন। সিলেট অঞ্চলে এ ধরনের ভূপ্রকৃতি ও জলবায়ু রয়েছে। এছাড়া শ্রমিক ও পরিবহন ব্যবস্থা অনুকূলে থাকায় স্থানীয় চা বাগানের উপর ভিত্তি করে চা শিল্প গড়ে উঠেছে। ইক্ষু চাষের জন্য উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু প্রয়োজন। রংপুরের জলবায়ু অনুকূলে থাকায় এ অঞ্চলে প্রচুর আখ চাষ হয়। এছাড়া স্থানীয় কাঁচামাল, শ্রমিক সহজলভ্যতা, পরিবহন ব্যবস্থার কারণে রংপুরে চিনি শিল্প গড়ে উঠেছে। কাগজ শিল্পের প্রধান কাঁচামাল বাঁশ ও বেত। খুলনা এবং এর আশপাশের অঞ্চলে (সুন্দরবন) প্রচুর বাঁশ ও বেত পাওয়া যায় বলে এ অঞ্চলে কাগজ শিল্প গড়ে উঠেছে।

ঘ A ও E স্থান দুটি হলো যথাক্রমে চট্টগ্রাম ও ঢাকা। দুটি স্থানেই তৈরি পোশাক শিল্প গড়ে উঠেছে।

ঢাকা ও চট্টগ্রাম বাংলাদেশের দুটি ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা। এখানে প্রচুর শ্রমিক পাওয়া যায়। শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল, উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণে উন্নত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা (সড়ক, রেল, নৌ) এখানে রয়েছে। এছাড়া রয়েছে মূলধন সরবরাহের জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান (ব্যাংক, বীমা)। উপরন্তু চট্টগ্রামে সমুদ্র এবং ঢাকায় নদীবন্দর থাকায় পণ্যসামগ্রী রপ্তানি করাও সহজ। পোশাক শিল্পের জন্য এ সকল উপাদান খুবই জরুরি।

সুতরাং দেখা যায়, ঢাকা ও চট্টগ্রাম এলাকায় পোশাক শিল্প বিকাশের যাবতীয় অনুকূল নিয়ামক বা উপাদান বিদ্যমান। এসব নিয়ামকের প্রভাবেই অঞ্চল দুটিতে তৈরি পোশাক শিল্প গড়ে উঠেছে।

প্রশ্ন ৮ মাহমুদের বাড়ি উত্তরবঙ্গের রাজশাহী। পড়ালেখার উদ্দেশ্যে সে কানাডায় পাড়ি জমায়। প্রায় দশ বছর পর গ্রামে ফিরে সে দেখতে পায়, গ্রামের অধিকাংশ জমিতে একটি ফসল উৎপাদিত হয়, যার উপর ভিত্তি করে উত্তরবঙ্গে অনেকগুলো শিল্প গড়ে উঠেছে।

শিখনফল: ৩

- ক. কার্পাস বয়ন শিল্পের প্রধান কাঁচামাল কোনটি? ১
- খ. ছাতক সিমেন্ট কারখানা সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখো। ২
- গ. উদ্দীপকে আলোচিত অঞ্চলে চিনি শিল্পের বন্টন বিশ্লেষণ করো। ৪
- ঘ. উক্ত শিল্পটির প্রসারে কী কী সমস্যা বিদ্যমান? ব্যাখ্যা করো। ৩

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কার্পাস বয়ন শিল্পের প্রধান কাঁচামাল তুলা।

খ ছাতক সিমেন্ট কারখানা ১৯৪১ সালে সুনামগঞ্জ জেলার ছাতকে 'আসাম বেঙ্গল সিমেন্ট কারখানা' নামে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৩ সালে কারখানাটিতে উৎপাদন শুরু হয়।

১৯৯৮ সালে জাপানের কারিগরি ও আর্থিক সহযোগিতায় এ কারখানার সম্প্রসারণ শুরু হয়। কাঁচামাল হিসেবে এ কারখানায় প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহৃত হয়। বর্তমান এ কারখানায় বার্ষিক প্রায় ২.৬৭ লাখ টন সিমেন্ট উৎপাদিত হচ্ছে।

গ যে ফসলের উপর ভিত্তি করে উত্তরবঙ্গে অনেকগুলো শিল্প গড়ে উঠেছে তা হলো আখ। আখের উপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে চিনিশিল্প।

বর্তমানে বাংলাদেশে মোট ১৫টি চিনিকল রয়েছে। এ চিনিকলগুলো ঢাকা, রাজশাহী, রংপুর, ময়মনসিংহ ও খুলনা বিভাগে অবস্থিত। ভৌগোলিক ও জলবায়ুগত প্রতিকূল অবস্থা বিরাজ করায় চট্টগ্রাম, সিলেট ও বরিশালে কোনো চিনিকল গড়ে উঠেনি। নিচে বিভাগ অনুসারে চিনি শিল্পের বণ্টন দেখানো হলো—

রাজশাহী বিভাগ: দেশের ১৫টি চিনিকলের মধ্যে ৫টি এ বিভাগে গড়ে উঠেছে। এ অঞ্চলের চিনিকলগুলো হলো জয়পুরহাট, নাটোর, রাজশাহী, পাবনা, নর্থ বেঙ্গল সুগার মিলস।

রংপুর বিভাগ: এ বিভাগে মোট ৫টি চিনিকল রয়েছে। সেগুলো হলো পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, শ্যামপুর, সেতাবগঞ্জ এবং রংপুর সুগার মিলস।

খুলনা বিভাগ: এ অঞ্চলে মাত্র ৩টি চিনিকল গড়ে উঠেছে। এগুলো হলো কুমিল্লার জগতি, কেবু এন্ড কোং ও মোবারকগঞ্জ সুগার মিলস। তবে এসব চিনিকলের মধ্যে দর্শনার কেবু এন্ড কোম্পানি চিনি কলটি বেসরকারি খাতে নির্মিত। ১৯৩৮ সালে ব্যক্তিমালিকানায় নির্মিত এ প্রতিষ্ঠানটি ১৯৭২ সালে জাতীয়করণ করা হয়। এখানে চিনি ছাড়াও অ্যালকোহল, স্পিরিট প্রভৃতি উৎপন্ন হয়।

ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগ: ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু, মৃত্তিকা ও অন্যান্য অর্থনৈতিক নিয়ামকসমূহ আখ চাষের অনুকূল হওয়ায় এ অঞ্চলে প্রচুর আখ জন্মে। এ বিভাগ দুটিতে একটি করে চিনি কল আছে। এ কলগুলো হলো ফরিদপুর সুগার মিলস এবং জামালপুরের ঝিল বাংলা চিনিকল।

সুতরাং বলা যায় যে, বাংলাদেশের সর্বত্র চিনিশিল্প সমভাবে বিদ্যমান।

ঘ উত্তরবঙ্গের ফসলটির উপর ভিত্তি করে চিনি শিল্প গড়ে উঠেছে। বাংলাদেশের চিনি শিল্পের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হলেও বেশ কতগুলো সমস্যা এর প্রসারে বাধার সৃষ্টি করছে। যেমন—

একর প্রতি কম উৎপাদন: বাংলাদেশে চিনিকলগুলোর চাহিদার তুলনায় আখের উৎপাদন অনেক কম। অনুর্বর মৃত্তিকা, পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাতের অভাব, পোকাকার আক্রমণ প্রভৃতি কারণে আখের উৎপাদন কম হয়ে থাকে।

পরিবহন সমস্যা : দূরবর্তী এলাকা থেকে কারখানায় আখ নিয়ে আসার প্রয়োজনীয় সুলভ পরিবহন ব্যবস্থা না থাকায় খরচ বেশি হয়। কারণ আখ কেটে রেখে দিলে অথবা সময়মতো না কাটলে রস কমে যায়। ফলে উৎপাদনে এর প্রভাব পড়ে।

গুড় তৈরির প্রবণতা: চিনিকলগুলোতে উপযুক্ত মূল্য পায় না বলে কৃষকরা গুড় তৈরিতে আগ্রহী হয়ে থাকে। এছাড়া চিনি তৈরি করতে যেখানে ৯০ শতাংশ রস কাজে লাগে সেখানে গুড় তৈরি করতে লাগে মাত্র ৬৫ শতাংশ। ফলে চিনি তৈরিতে কৃষকগণ আগ্রহ দেখান না।

দুর্নীতি: সর্বোপরি জাতীয়করণকৃত মিলে কর্তৃপক্ষের অব্যবস্থাপনা, সীমাহীন দুর্নীতি, ত্রুটিপূর্ণ উৎপাদন ব্যবস্থা ইত্যাদি কারণে চিনি শিল্পের উন্নতি সম্ভব হচ্ছে না।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়— বাংলাদেশে চিনি শিল্প গড়ে উঠার অনুকূল পরিবেশ থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন সমস্যার কারণে উৎপাদন ব্যাহত হয়ে থাকে। তবে উপরিউক্ত সমস্যাগুলো কাটিয়ে উঠলে বাংলাদেশের চিনি শিল্প উন্নতির ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৯ জমির উর্বরশক্তি হ্রাস পাওয়ায় গাজী সাহেব পূর্বের তুলনায় ফসল কম পান। উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য তিনি সার প্রয়োগ করতে চান। কিন্তু বিভিন্ন সমস্যার কারণে প্রয়োজন অনুযায়ী এবং নির্দিষ্ট সময়ে সার পাচ্ছেন না। তিনি মনে করেন, কৃষিপ্রধান দেশ হিসেবে দ্রুত এ শিল্পের সমস্যার সমাধান হওয়া প্রয়োজন।

◀ **শিখনফল: ৩**

- ক. বস্ত্র বয়ন শিল্প কাকে বলে? ১
- খ. বাংলাদেশ বস্ত্রশিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয় কেন? ২
- গ. গাজী সাহেব সময়মতো সার না পাওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উক্ত শিল্পে কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করলে গাজী সাহেব তার জমির ফলন উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারবেন— বিশ্লেষণ করো। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে সকল শিল্পে কার্পাস হতে সুতা এবং সুতা হতে বস্ত্র তৈরি করা হয় তাকে বস্ত্র বয়ন শিল্প বলে।

খ বস্ত্রকল পরিচালনার জন্য যে উন্নতমানের তুলা ও সুতা প্রয়োজন হয় তা বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়।

বাংলাদেশ প্রতিবছর জাপান, সিজাপুর, হংকং, কোরিয়া, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশ থেকে বিপুল পরিমাণ সুতা আমদানি করে; যা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। তাই বাংলাদেশ বস্ত্রশিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়।

গ গাজী সাহেব সময়মতো সার না পাওয়ার কারণে সার শিল্পের নানা সমস্যা। নিচে এ সমস্যাগুলো আলোচনা করা হলো—

- i. প্রাকৃতিক গ্যাস সার কারখানার প্রধান কাঁচামাল। কিন্তু প্রয়োজনীয় গ্যাসের অভাবে অধিকাংশ কারখানার ক্ষমতা অনুযায়ী সার উৎপাদন সম্ভব হয় না।
- ii. যেকোন শিল্প গড়ে ওঠার পেছনে মূলধন অপরিহার্য। অনেক সময় প্রয়োজনীয় মূলধনের অভাব দেখা দেয় সার উৎপাদন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়।
- iii. বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ পাওয়া অনেক সময়ই সম্ভব হয় না। তাই অনিয়মিত বিদ্যুৎ সরবরাহ ও বিদ্যুৎ বিদ্রাট এ শিল্পের উন্নতিতে বাধার সৃষ্টি করে।
- iv. এ শিল্পে নিয়োজিত অধিকাংশ শ্রমিকই অনভিজ্ঞ, অর্ধশিক্ষিত। তাদের মাঝে কারিগরি জ্ঞানের স্বল্পতা দেখা যায়। তাই দক্ষ ও কারিগরি জ্ঞানের অভাবে শ্রমিকরা কারখানা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে পারে না।
- v. শ্রমিক বিরোধ ও অসন্তুষ্টি এ শিল্পের একটি বড় সমস্যা। এর ফলে অনেক সময় কারখানা বন্ধ রাখতে হয়। তাতে উৎপাদন যথেষ্ট হ্রাস পায়।

উপরিউক্ত কারণে সার শিল্পে সার উৎপাদন ব্যাহত হয়। ফলে দেশের চাহিদা অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ে সব জায়গায় সার পৌঁছে দেয়া সম্ভব হয় না। এ কারণে গাজী সাহেব সময়মতো সার পান না।

ঘ উদ্দীপকের শিল্পটি হচ্ছে সার শিল্প।

বাংলাদেশের সার শিল্প নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত। এ সমস্যা সমাধানের উপায়গুলো হলো—

- প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সরবরাহের ব্যবস্থা করা।
- সার শিল্পে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা।
- প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও খুচরা যন্ত্রাংশের ব্যবস্থা করা।
- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ শ্রমিক নিয়োগ দেয়া।
- উন্নত যোগাযোগ ও যাতায়াত ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
- সঠিক শিল্পনীতি প্রণয়ন করা।

উপরিউক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করলে সার শিল্পের সমস্যা দূর করা অনেকাংশেই সম্ভব হবে। ফলে সারের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং সময়মতো দেশের সব জায়গায় সার পৌঁছে দেয়া সম্ভব হবে। এর পরিপ্রেক্ষিতে গাজী সাহেবও সময়মতো সার পাবেন এবং জমিতে প্রয়োগের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারবেন।

প্রশ্ন ▶ ১০ সাতার সাহেব বাংলাদেশের বিভিন্ন বস্ত্র শিল্পে সুতা বিক্রি করে থাকেন। তিনি এগুলো ভারত থেকে এদেশে নিয়ে আসেন। তিনি ভারত ও বাংলাদেশের অনেক শিল্পের মধ্যে সাদৃশ্যতা খুঁজে পান।

◀ *শিখনফল: ৪*

- বাংলাদেশের কোন জেলায় সবচেয়ে বেশি চা বাগান রয়েছে? ১
- শিল্পকেন্দ্রগুলো শক্তি সম্পদ এলাকায় কেন গড়ে ওঠে? ব্যাখ্যা করো। ২
- সাতার সাহেব ভারত থেকে সুতা বা বস্ত্র শিল্পের কাঁচামাল নিয়ে আসার কারণ ব্যাখ্যা করো। ৩
- ভারত ও বাংলাদেশের কোন কোন শিল্পের মধ্যে সাদৃশ্যতা বিদ্যমান? যুক্তিসহ বিশ্লেষণ করো। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের মৌলভীবাজার জেলায় সবচেয়ে বেশি (৯২টি) চা বাগান রয়েছে।

খ শক্তি সম্পদের উপর শিল্পের অবস্থান অনেকাংশেই নির্ভরশীল।

কারণ কারখানা চালানোর জন্য তাপ ও শক্তির প্রয়োজন। এজন্য যেসব অঞ্চলে শক্তি সম্পদের (প্রাকৃতিক গ্যাস, খনিজ তেল) পর্যাপ্ত সরবরাহ থাকে সেসব অঞ্চলে শিল্পকেন্দ্রসমূহ গড়ে তোলা হয়। যেমন— প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রাচুর্য থাকায় নরসিংদীর ঘোড়াশালে সার কারখানা গড়ে তোলা হয়েছে।

গ বস্ত্র শিল্পের প্রধান কাঁচামাল তুলা।

সুতার পর্যাপ্ততা থাকার কারণে সাতার সাহেব ভারত থেকে সুতা নিয়ে আসেন।

তুলা উৎপাদনে বর্তমানে ভারত বিশ্বে দ্বিতীয়। ভারতে ২০১৬ সালে বার্ষিক ৬,৪২৩ হাজার মেট্রিক টন তুলা উৎপন্ন হয়। তুলা হতে সুতা তৈরি হয়। এর ওপর ভিত্তি করে ভারতে বয়ন শিল্প বিকাশ লাভ করেছে।

প্রচুর তুলা উৎপাদিত হওয়ায় নিজস্ব চাহিদা পূরণ করে দেশটি তুলা রপ্তানি করে। বস্ত্র উৎপাদনের জন্য বাংলাদেশ ভারত থেকে

তুলা আমদানি করে। তাই সাতার সাহেবও ভারত থেকে সুতা বা বস্ত্র শিল্পের কাঁচামাল নিয়ে আসেন।

ঘ বাংলাদেশ ও ভারত পাশাপাশি অবস্থিত দুটি স্বাধীন দেশ। এর মধ্যে ভারত শিল্পে সমৃদ্ধ হলেও বাংলাদেশ তুলানমূলক পিছিয়ে আছে। তবে দেশ দুটির শিল্পের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্যতা বিদ্যমান। নিচে তা আলোচনা করা হলো —

পাট শিল্প: বাংলাদেশের বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে এক সময় প্রধান ছিল পাট শিল্প। পৃথিবীর সর্বপ্রধান পাট উৎপাদনকারী দেশ হওয়া সত্ত্বেও ১৯৫১ সালের পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশে পাটকল প্রতিষ্ঠিত হয়নি। অথচ বাংলাদেশের উৎপাদিত পাটের ওপর নির্ভর করে সে সময় কলকাতায় ১০৮টি পাটকল প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে বাংলাদেশ পাট শিল্পে বেশ উন্নতি লাভ করেছে।

চা শিল্প: বাংলাদেশ চা শিল্পে উন্নতি লাভ করেছে। বর্তমানে বাংলাদেশে ১১৬টি চা কারখানা রয়েছে। বাংলাদেশের সিলেট, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জের পর্যাপ্ত পরিমাণ চা বাগান এদেশের চা শিল্পকে সমৃদ্ধ করেছে। ভারতেও চা শিল্প ১৭২ বছর আগে থেকে বিস্তার লাভ করেছে। ভারতের জাতীয় অর্থনীতিতে চা শিল্পের বিশেষ অবদান রয়েছে।

চিনি শিল্প: বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণ ইক্ষু উৎপাদন হওয়া সত্ত্বেও চিনি শিল্প সেভাবে বিস্তার লাভ করেনি। বর্তমানে বাংলাদেশে ১৫টি চিনি কল থাকলেও ইক্ষুর অভাবে কলগুলোতে ক্ষমতা অনুযায়ী উৎপাদন হচ্ছে না। বাংলাদেশ চিনি উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। ফলে বিদেশ থেকে চিনি আমদানি করতে হয়। অপরপক্ষে, ভারত চিনি উৎপাদনে বিশ্বে দ্বিতীয়। ২০১৬ সালে ভারতে ৩,৪১,২০০ হাজার মেট্রিক টন চিনি উৎপাদন হয়। ভারতে সর্বমোট ৩১৮টি চিনির কল আছে।

সিমেন্ট শিল্প: বাংলাদেশে সিমেন্টের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে বড় ও মাঝারি আকারের ১২৩টি সিমেন্ট কারখানা রয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন স্থানে বেশকিছু ক্ষুদ্র সিমেন্ট প্লান্ট রয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ এ শিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণ। কিছু রপ্তানিও করছে। ভারতে ১০টি বৃহৎ সিমেন্ট প্লান্ট এবং প্রায় ৩০০টি ক্ষুদ্র সিমেন্ট প্লান্ট আছে। সিমেন্ট উৎপাদনে ভারত বিশ্বে দ্বিতীয়। দেশটির বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ২৮৬ মিলিয়ন টন।

সার শিল্প: বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ এবং আগের তুলনায় বর্তমানে সারের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশে বার্ষিক প্রায় ২১ লক্ষ টন সারের প্রয়োজন। ফলে দেশের চাহিদা মেটাতে প্রচুর পরিমাণ সার আমদানি করতে হয়। বর্তমানে দেশে ৯টি সার কারখানা রয়েছে। ভারত সার শিল্পেও যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেছে। গত ৫০ বছর ধরে ভারত সার উৎপাদন করে আসছে এবং সার উৎপাদনে ভারত বিশ্বে তৃতীয়।

সূতরাং উপরের আলোচনা হতে বলা যায় যে, বাংলাদেশ শিল্পের দিক থেকে ভারতের তুলনায় অনেক পিছিয়ে আছে। এর পেছনে সৃষ্ট নীতিমালা, উন্নত প্রযুক্তি, দক্ষ শ্রমিকের অভাব প্রভৃতি অনেকাংশে দায়ী।

প্রশ্ন ▶ ১১ পারিবারিক অসচ্ছলতার কারণে রত্না বেশি লেখাপড়া করতে পারেনি। সে ঢাকার অদূরে একটি শিল্প কারখানায় চাকরি নেয়। সে দেখে, তার মতো অনেক নারীর কল্যাণে এ শিল্পটি দেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও তাদের তেমন কোনো সুযোগ-সুবিধাই নেই।

◀ *শিখনফল: ৫*

- ক. বাংলাদেশের প্রথম সারকারখানা কোথায় স্থাপন করা হয়? ১
- খ. শিল্পায়ন বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. উক্ত শিল্পে নারীদের সমস্যা সমাধানে কী ধরনের সুযোগ-সুবিধা প্রয়োজন? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উক্ত শিল্পটিতে রত্নার মতো অন্যান্য নারীদের ভূমিকা বিশ্লেষণ করো। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের প্রথম সার কারখানা ফেঞ্চুগঞ্জে স্থাপন করা হয়।

খ শিল্পায়ন শিল্পভিত্তিক সমাজের সূচনা করে।

শিল্পায়ন বলতে একটি বিশেষ প্রক্রিয়াকে বোঝায় যার মাধ্যমে কোনো সমাজ বা রাষ্ট্র একটি প্রাথমিক বা কৃষিভিত্তিক সমাজ থেকে মাধ্যমিক অকৃষিভিত্তিক বা দ্রব্য প্রক্রিয়াজাতকরণ তথা নতুন শিল্পভিত্তিক সমাজব্যবস্থার দিকে ধাবিত হয়। শিল্প বিপ্লবের (১৭৬০-১৮২০) পর গোটা ইউরোপ জুড়েই এ অবস্থা দেখা যায়।

গ রত্না যে শিল্প কারখানায় কাজ করে সেটি হলো তৈরি পোশাক শিল্প। বাংলাদেশের পোশাক শিল্পে নারী কর্মীদের অবদান অনস্বীকার্য। বাংলাদেশের পোশাক শিল্প যথেষ্ট সম্ভাবনাময় হলেও এর কিছু সমস্যা বিদ্যমান। এখানে নারী শ্রমিকদের সুযোগ-সুবিধা খুবই সীমিত।

উদ্দীপকের তৈরি পোশাক শিল্পের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে নারীদের যেসব সুবিধা প্রদান করা দরকার তা আলোচনা করা হলো—

- i. পুরুষ কর্মীর সাথে সাথে নারী কর্মীর সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা করা;
- ii. নারী কর্মীদের জন্য আলাদা পরিবহনের ব্যবস্থা করা;
- iii. নারীদের দক্ষ করে গড়ে তোলার জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
- iv. পোশাক শিল্পের কর্মপরিবেশের উন্নয়ন সাধন করা;
- v. নারী কর্মীদের বাস্তবতার নিরিখে উপযুক্ত পারিশ্রমিক প্রদানের ব্যবস্থা করা;
- vi. শিল্প প্রতিষ্ঠানের কাছাকাছি ভালো কোনো জায়গায় বাসস্থানের ব্যবস্থা করা;
- vii. মাতৃত্বকালীন ছুটি ৬ মাস প্রদানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা; এবং
- viii. সময়মতো বেতন-ভাতা প্রদান করা ইত্যাদি।

সুতরাং বলা যায়, বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের সাফল্য নির্ভর করে নারী কর্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ওপর। তাই এ শিল্পের সমস্যাগুলোর দ্রুত সমাধান করে এই শিল্পকে বিশ্ব দরবারে সম্মানজনক স্থানে নেওয়া জরুরি।

ঘ উদ্দীপকে আলোচিত শিল্পটি হলো তৈরি পোশাক শিল্প। তৈরি পোশাক শিল্পে রত্নার মতো নারীদের অবদান সবচেয়ে বেশি।

এ শিল্পে নারী কর্মীদের অবদান নিচে আলোচনা করা হলো—

বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন: তৈরি পোশাক হচ্ছে বিশ্ব বাজারের সর্বাধিক চাহিদা সম্পন্ন পণ্য। নারী কর্মীরা যে পোশাক তৈরি করছে তা রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা (২০১৫-১৬ অর্থবছরে আয় ২৮.০৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার) অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে।

রপ্তানি সম্প্রসারণ: নারী কর্মীদের অবদানের ফলে প্রচুর পরিমাণে পোশাক বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করা সম্ভব হচ্ছে এবং তা দিন দিন সম্প্রসারিত হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্যসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে বাজার সম্প্রসারিত হয়েছে।

দীর্ঘ সময় শ্রম: বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের নারী কর্মীরা দীর্ঘ সময় অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। মাঝে মাঝে প্রয়োজনে নির্ধারিত সময়ের অতিরিক্ত (ওভার টাইম) কাজও তারা করেন।

মানসম্পন্ন পোশাক তৈরি: নারী কর্মীরা তাদের নিপুণ হাতের ছোঁয়ায়, দক্ষতার সাথে, যত্ন নিয়ে পোশাক তৈরি করছে। ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে মানসম্পন্ন পোশাক সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে।

সস্তা শ্রম: বাংলাদেশের নারী কর্মীরা খুব কম মজুরিতে অধিক শ্রম দিয়ে পোশাক তৈরির কাজ করছে। তাদের মাসিক বেতন সর্বোচ্চ ৫-৮ হাজার টাকা মাত্র।

সহজে শ্রম প্রাপ্তি: পুরুষের তুলনায় নারী কর্মী সহজে পাওয়া যায়। দক্ষ শ্রমিকের পাশাপাশি আধাদক্ষ ও অদক্ষ নারী শ্রমিক প্রাপ্তির ফলে এ শিল্পের বিকাশ দ্রুত থেকে দ্রুততর হচ্ছে।

পরিশেষে বলা যায়, তৈরি পোশাক শিল্প বাংলাদেশের প্রাণ। তাই এই শিল্পে নিয়োজিত নারী শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি করাসহ প্রয়োজনীয় সুবিধাদি প্রদান করা উচিত।

প্রশ্ন ▶ ১২ ঘটনা-১: সাভারে রানা প্লাজা ধসে যায়। আবার তাজরীন ফ্যাশনে আগুন লাগে। দুটি ঘটনায় কয়েক হাজার গার্মেন্টস শ্রমিক নিহত ও আহত হয়।

ঘটনা-২: টঙ্গী এলাকায় গার্মেন্টস শ্রমিকেরা মজুরি পাঁচ হাজার টাকা করার দাবিতে আন্দোলন করে। এতে অনেক গার্মেন্টস বন্ধ হয়ে যায়।

◀ *শিখনফল: ৭*

- ক. শিল্প কাকে বলে? ১
- খ. শিল্পের জন্য বাজার প্রয়োজন কেন? ২
- গ. উদ্দীপকের ঘটনাগুলো শিল্পায়নের কোন দিককে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. শিল্পায়নের জন্য আর কোন কোন ক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা দরকার? বিশ্লেষণ করো। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে কর্মপ্রচেষ্টা দ্বারা মানুষ বিভিন্ন প্রকার দ্রব্যের উপযোগ বৃদ্ধি করে ব্যবহার উপযোগী করে তাকে শিল্প বলে। যেমন— সুতা থেকে বস্ত্র তৈরি।

খ শিল্পজাত দ্রব্যের জন্য বাজার আবশ্যিক। এসব দ্রব্যের চাহিদার উপর শিল্পের উন্নয়ন নির্ভর করে। এজন্য বাজারের কাছে শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে।

শীতপ্রধান দেশে (কানাডা, রাশিয়া) পশমি বস্ত্রের চাহিদা বেশি বলে সেখানে পশমি বয়ন শিল্প অধিক দেখা যায়। আবার গ্রীষ্মপ্রধান দেশে (ভারত, বাংলাদেশ, চীন) কার্পাস বস্ত্রের চাহিদা থাকায় সেখানে কার্পাস বয়নশিল্প বেশি গড়ে উঠেছে।

গ উদ্দীপকের ঘটনাগুলো শিল্পায়নের ক্ষেত্রে সূষ্ঠ ব্যবস্থাপনাকে নির্দেশ করে।

ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজন পরিকল্পনা, নিয়ন্ত্রণ, প্রেষণা, নির্দেশনা ইত্যাদি। পরিকল্পনার (planning) মাধ্যমে কোনো একটি শিল্পের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। এর মাধ্যমে শিল্পের অবস্থান, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে অবগত হওয়া যায়। পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন নির্দেশনা ও নিয়ন্ত্রণ। নির্দেশনার (Direction) মাধ্যমে শিল্পের কাজিত লক্ষ্য অর্জন সম্ভব। প্রেষণার (Motivation) মাধ্যমে কর্মীদের মাঝে কর্ম উদ্দীপনা বৃদ্ধি পায়। ফলে কর্মীদের কাজের আগ্রহ বাড়ানোর জন্য প্রেষণার প্রয়োজন। শিল্পের সার্বিক কর্মকাণ্ডকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলে এর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা (Controlling System), যায় মাধ্যমে বিভিন্ন পণ্য বাজারে প্রেরণ করা হয়। আবার শিল্পে প্রধান উৎপাদনকারীর (Producer) ভূমিকায় থাকে শ্রমিক। শ্রমিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত এবং শ্রমিকের ন্যায্য মজুরি প্রদান করা ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব। ব্যবস্থাপনায় ত্রুটি থাকার ফলেই ২০১৩ সালে সাভারের রানা প্লাজা এবং তাজরীন গার্মেন্টসে সংঘটিত দুর্ঘটনা বিদেশি ক্রেতাদের ভাবিয়ে তোলে।

সুতরাং বলা যায় যে, যেকোনো শিল্পের অগ্রগতির জন্য সূষ্ঠ ব্যবস্থাপনা একান্ত প্রয়োজন।



সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক

► উত্তর সংকেতসহ প্রশ্ন

প্রশ্ন ► ১৩ লৌহ ও ইস্পাত হলো যেকোনো শিল্পের ভিত্তি। বর্তমান বিশ্বে যে দেশটি লৌহ ও ইস্পাত শিল্প এবং কার্পাস শিল্প উৎপাদনে প্রথম সে দেশটি এশিয়া মহাদেশে অবস্থিত।

◀ *শিখনফল: ২*

- ক. আর্থিক অবস্থার উন্নতি কাকে বলে? ১
- খ. শিল্প স্থাপনে মূলধন কীরূপ প্রভাব রাখে? ২
- গ. উক্ত দেশটির লৌহ ও ইস্পাত শিল্প সম্পর্কে ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উক্ত দেশটির কার্পাস উৎপাদনকারী অঞ্চলগুলো বিশ্লেষণ করো। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি দেশের জাতীয় আয়, মাথাপিছু আয়, উৎপাদন ক্ষমতা ও সর্বোপরি আপামর জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানের ক্রমোন্নতিকে আর্থিক অবস্থার উন্নতি বলে।

ঘ শিল্পায়নের ক্ষেত্রে সূষ্ঠ ব্যবস্থাপনা ছাড়াও বিনিয়োগ ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা দরকার।

বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল দেশে পরিণত করার জন্য শিল্পায়নের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। দেশকে শিল্পসমৃদ্ধ রাষ্ট্রে রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে বিনিয়োগ ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা একান্ত প্রয়োজন। শিল্পায়নের জন্য এ বিষয়গুলো খুবই জরুরি।

বিনিয়োগ ছাড়া শিল্পায়ন সম্ভব নয়। বিনিয়োগ দেশীয় ও আন্তর্জাতিক দুই রকমেরই হতে পারে। বিনিয়োগকে কাজে লাগানোর জন্য প্রয়োজন হয় সূষ্ঠ ব্যবস্থাপনার। কারণ এ ব্যবস্থা না থাকলে বিনিয়োগকারী তার উৎপাদিত পণ্যের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়ে। আবার অনেক বিনিয়োগকারী পণ্যের যথাযথ মূল্য না পাওয়ায় পরবর্তী সময়ে বিনিয়োগে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। এর ফলে শিল্পের অগ্রগতি হ্রাস পায়। অন্যদিকে, শিল্পের উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি অন্যতম অন্তরায় হলো রাজনৈতিক অস্থিরতা। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাব শিল্প প্রতিষ্ঠার পথে বড় বাধা। বাংলাদেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাবে অনেকে তার উৎপাদিত পণ্যের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত থাকে, অনেক তার বিনিয়োগকৃত অর্থ ফেরত নিয়ে যেতে চায়, যা শিল্পায়নের জন্য হুমকিস্বরূপ।

সুতরাং বলা যায় যে, বাংলাদেশের জন্য সূষ্ঠ বিনিয়োগ ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা খুবই জরুরি।

খ যে কোনো শিল্প স্থাপনের জন্য প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন।

শিল্প স্থাপনের প্রাথমিক অবস্থায় জমি ও যন্ত্রপাতি ক্রয়, কারখানা নির্মাণ, কাঁচামাল ও শক্তি সম্পদ সংগ্রহ করতে প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন হয়। যুক্তরাষ্ট্র, উত্তর-পশ্চিম ইউরোপ, রাশিয়া, জাপান প্রভৃতি দেশে মূলধনের অভাব না হওয়ায় ব্যাপকভাবে শিল্প কারখানা স্থাপন সম্ভব হয়েছে।



সুপার টিপস: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্যে অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ চীনের লৌহ ও ইস্পাত শিল্প সম্পর্কে ব্যাখ্যা দাও।

ঘ চীনের কার্পাস উৎপাদনকারী অঞ্চলগুলো বিশ্লেষণ করো।